১৬৫

তারিখ 02 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

দৈনিক সংবাদ

রাষ্ট্রপতি ও ছাত্র রাজনীতি

রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ গত রোববার আবার ছাত্র রাজনীতির বর্তমান রীতিনীতির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সবাইকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি 'বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার সমস্যা ও তার সমাধান' শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি বলেন, এ অবস্থার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো বেশি দায়ী; তারা ক্ষুদ্রস্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করে থাকেন। এ ব্যাপারে তিনি শিক্ষকদেরও অভিযুক্ত করে বলেছেন, দলীয় রাজনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জড়িত থাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ব্যাপারে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার ফলে ছাত্র রাজনীতির আগুনে ঘি ঢালা হচ্ছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির মতে ছাত্র রাজনীতির ভয়াবহ চেহারার জন্য আমাদের তথাকথিত সিভিল সমাজের সবাই কমবেশি দায়ী।

বর্তমান রাষ্ট্রপতি একজন নিরপেক্ষ, নির্দলীয় এবং সর্বজনমান্য ব্যক্তি। তিনি নির্মোহভাবে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে দৃষ্টি দিয়ে যা দেখেছেন, তা দেশবাসীর মত তাকেও ব্যথিত করেছে। তিনি তার ভাষণে বলেন, বাংলাদেশে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুব কমই আছে যেখানে শিক্ষার পরিবেশ বিরাজমান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, বন্দুকযুদ্ধ, চাঁদাবাজি এবং দলীয় নোংরা রাজনীতি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এ দেশের ডিগ্রি ও ডিপ্লোমা বিদেশে খুব কমই স্বীকৃত বা আদৃত হয়। এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তালিকায় বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম নেই। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক চিত্রিত পরিস্থিতির সাক্ষ্য মেলে প্রতিদিনের সংবাদপত্রে। প্রায় প্রতিদিনই এক বা একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ত্রাস-সংঘর্ষের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতানেত্রীরা এসব নিয়ে উদ্বিগ্ন হন না। রাষ্ট্রপতি জাতির বিবেকের মত সুযোগ পেলেই সর্বনাশা পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। এখন পর্যন্ত মনে হচ্ছে, তার এই বক্তৃতা-বিবৃতি সংশ্লিষ্ট মহলে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হচ্ছে।

অতীতে এ দেশে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের একটা করে দলীয় আদর্শ থাকলেও কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি ছিল না। প্রাক্তন সামরিক শাসক ও রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়াউর রহমান প্রতিটি ছাত্র সংগঠনকে রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হওয়া বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে ছাত্র রাজনীতির 'দলীয়করণ' সম্পূর্ণ করেছিলেন। তারই খেসারত আমরা দিচ্ছি গত দু'দশক ধরে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি চাচ্ছেন ছাত্র সংগঠনগুলো থেকে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের নাড়ির যোগ ছিন্ন করুক; কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতায় তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

মজার ব্যাপার হলো, ছাত্র রাজনীতির যারা কর্ণধার তাদের অনেকেই ছাত্র নন। কেউ সংসদ সদস্য, কেউ ব্যবসায়ী, কেউবা সন্ত্রাসী মস্তানি চাঁদাবাজিতে লিপ্ত। বিশ্ববিদ্যালয় ও হল সংসদগুলোতে বছরের পর বছর নির্বাচন হয় না, 'প্রবীণ' নেতারা স্ব স্ব পদে বহাল থেকে যান। এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ডাকসু ও হল সংসদ কর্মকর্তাদের ১৮৮ জনের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা মাত্র ৫ জন। এই 'আদু ভাই' কালচারও এককালের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র রাজনীতিকে বর্তমান দুঃখজনক পরিণতিতে নিয়ে আসার জন্য বহুল পরিমাণে দায়ি।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা বলেছেন, তারা ছাত্রদের উপর নির্ভর করে রাজনীতি করেন না। অর্থাৎ তাদের দলীয় রাজনীতিতে ছাত্রদের ভূমিকা পরোক্ষ ও গৌণ। প্রধান বিরোধীদল বিএনপি বোধহয় এখনও বিশ্বাস করে যে, ছাত্ররাই তাদের রাজনীতির প্রধান সংঘবদ্ধ শক্তি। অতীতে একথাও শোনা গেছে যে, আওয়ামী লীগকে 'শায়েস্তা' করার জন্য ছাত্রদলই যথেষ্ট। জাতীয় পার্টি নতুন করে তাদের ছাত্র সংগঠন তৈরি করেছে। জামাতে ইসলামীর ছাত্র শিবির দিন দিন আরো হিংস্র হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রায় প্রভাবহীন রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের ছাত্র সংগঠন জিইয়ে রেখেছে। রাজনৈতিক দলগুলোর 'ক্ষুদ্রস্বার্থে' ব্যবহার থেকে ছাত্রদের রক্ষা করাটা খুব সহজ হবে বলে এখনও মনে হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারি দলের পরোক্ষ মতামত পাওয়া গেলেও প্রধান বিরোধী দলের কোন মতামত পাওয়া যায়নি। রাষ্ট্রপতি যে আহ্বান জানিয়েছেন, তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে এ ব্যাপারে বড় দলগুলোর সুস্পষ্ট মতামত জানালে তাদের অবস্থান বোঝা যেতো। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাস যতদিন চলবে ততদিন ধাপে ধাপে এদেশের শিক্ষার মান নিচের দিকে নামতে থাকবে।